দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 15 JAN 2009
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

এবারো পাঠ্যবই সংকট ॥ প্রকাশকদের কাছে কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষার্থীরা জিম্মি

সিন্ডিকেট এত শক্তিশালী যে তাদের বিরুদ্ধে কিছুই করার নেই

॥ নিজামুল হক ॥

বছরের শুরুতেই পাঠ্যবই সংকট-এখন আর নতুন কোন কথা নয়। স্কুলে ক্লাস শুরু হবে, স্থানীয় লাইব্রেরীতে গিয়ে যথাসময়ে বই পাওয়া যাবে না, কিছু কিছু বই পাওয়া যাবে যা অতিরিক্ত দাম দিয়ে কিনতে হবে-বিষয়টি অভিভাবকরা মেনে নিয়েছেন। কিন্তু বছরের পর বছর এই সংকট-পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকারের পক্ষ থেকে কার্যকর কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। ফলে বই না পেয়ে শিক্ষার্থীরা রয়েছে জিম্মি অবস্থায়।

প্রতিবারের মতোই এবারও পাঠ্য বইয়ের সংকট দেখা দিয়েছে। চাহিদার তুলনায় বই কম ছাপানো, কাগজ যথাসময়ে সরবরাহ না করা এবং বাজার সিন্ডিকেটের কারণে এবার বইয়ের সংকট দেখা দেবে- এমন আভাস এনসিটিবিও পেয়েছিল। বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় সংকটের কারণ উল্লেখ করে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু বারবারই এনসিটিবির পক্ষ থেকে জানানো হয়, বাজারে পাঠ্যপুস্তকের কোন সংকট হবে না। এনসিটিবি চেয়ারম্যান অধ্যাপক মছির উদ্দিনের কাছে এ আশংকার কথা জানতে চাইলে তিনি বলেন, এবার আর বইয়ের কোন সংকট দেখা দেবে না। কিন্তু এনসিটিবি ঘোষিত ৬ জানুয়ারি মাধ্যমিক স্তরের বই বাজারজাত শুরু হলেও প্রথম দিন থেকেই শুরু হয় বই সংকট। বই ছাপার পর এক শ্রেণীর সিন্ডিকেট বরাবরের মতো এবারও অধিক মুনাফা লাভের আশায় বই গুদামজাত করে রাখে। এবার ২৯১টি প্রতিষ্ঠানকে বইয়ের কার্যাদেশ দেয়া হলেও ১০ থেকে ১৫টি প্রতিষ্ঠানই এগুলো নিয়ন্ত্রণ করছে। ফলে সরকারও জিম্মি হয়ে পড়ে প্রকাশকদের কাছে।

এবারও স্কুলের ক্লাস শুরু হওয়ায় বই পেতে মরিয়া হয়ে ওঠে শিক্ষার্থী- অভিভাবকরা। কিন্তু স্থানীয় লাইব্রেরীতে গিয়ে কোন বই পায়নি তারা। খুচরা বিক্রেতারা বাংলাবাজারে গিয়ে কোন বই পায়নি। পুরনো ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা বিষয়টি আঁচ করতে পেরে বইয়ের গায়ের মূল্য দিয়ে বই কিনে নেয়, শিক্ষার্থীদের কাছে গায়ের মূল্যের চেয়ে পাঁচ-দশ টাকা বেশি মূল্যে বিক্রি (২য় পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

এবারো পাঠ্যবই সংকট

(প্রথম পৃঃ পর)

করে। বই পাওয়া নিশ্চিত করতে শিক্ষার্থীরা বেশি মূল্য দিয়ে বই কিনতে বাধ্য হয়। এনসিটিবি চেয়ারম্যান ইত্তেফাককে জানান, শিক্ষার্থীদের কাছে বইয়ের গায়ের মূল্য দিয়ে বই বিক্রি করতে হবে। এর চেয়ে বেশি মূল্য দিয়ে বই বিক্রি করা হলে তাদের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মঙ্গলবার রাজধানীর মিরপুরে রূপনগরের 'বুক প্যালেস' নামের একটি লাইব্রেরীতে অধিকমূল্য নিয়ে বই বিক্রি করা হচ্ছে এমন অভিযোগ এনসিটিবি চেয়ারম্যানকে জানানো হয়। তিনি পল্লবী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুল মোমেনকে লাইব্রেরীর কর্মচারিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দিলেও কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। এনসিটিবিও এ বিষয়ে পরে কোন উদ্যোগ নেয়নি।

পাঠ্যবইয়ের সংকট দেখা গেলে শুধু রাজধানীর বাংলাবাজারে কয়েকটি পরিদর্শন টিম পাঠানো হয়। তারা এনসিটিবিকে রিপোর্ট দেন -এখন বাজারে বই পাওয়া যাচ্ছে। সে অনুযায়ী এনসিটিবি সরকারকে আশ্বস্ত করেন, বাজারে বইয়ের কোন সংকট নেই। এছাড়া জরুরি ভিত্তিতে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিকে ১০ দিনের সময় দেয়া হয়। কিন্তু এ কমিটি এনসিটিবি বা সরকারের কাছে সিন্ডিকেটের সাথে কারা জড়িত রয়েছে এমন কোন প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করতে ব্যর্থ হয়। এনসিটিবির ঊর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা জানান, তদন্ত কমিটি বা মনিটরিং টিম কখনও বাজার পরিস্থিতির প্রকৃত তথ্য দেয়নি। তারা প্রকাশকদের কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা ঘুষ নিয়ে বিভ্রান্তিকর তথ্য দেয়। ফলে প্রয়োজনীয় লিখিত তথ্যের ঘাটতির কারনে সিন্ডিকেট প্রকাশকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যাচ্ছে না। পাঠ্য বইয়ের সংকট দূর করতে এনসিটিবির পক্ষ থেকে জোরালো কোন সুপারিশ পাঠানো হয়নি মন্ত্রণালয়ে। এছাড়া অতীতে পাঠ্য বই নিয়ে নানা অনিয়ম-দুর্নীতি দূরীকরণে এনসিটিবি যেসব রিপোর্ট শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দিয়েছে তারও বাস্তবায়ন হয়নি।

বাংলাবাজারের কয়েকটি প্রকাশনা সংস্থা মিলে তৈরি হয়েছে শক্তিশালী সিন্ডিকেট। সরকার পরিবর্তন হলেও এদের সিন্ডিকেট শক্তিশালী থাকে। এনসিটিবি চেয়ারম্যান বলেন, কারা বই বাজার সিন্ডিকেটের সাথে জড়িত তা সবাই জানে। কিন্তু তারা এত শক্তিশালী যে, তাদের বিরুদ্ধে এনসিটিবির কিছুই করার নেই। এনসিটিবির একটি সূত্র জানায়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ই একমাত্র বইয়ের বাজারে সিন্ডিকেট ভাঙতে পারে। এবার বইয়ে এই দুর্নীতির সাথে যারা জড়িত রয়েছেন তাদের প্রাথমিক অনুমান করেছে এনসিটিবি। এনসিটিবির এ অনুমানের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে বাংলা বাজারের হাসান বুক ডিপোর স্বত্বাধিকারী আবুল কালাম আজাদ স্বপন। এনসিটিবি সূত্র জানায়, তিনি মোট কাজের ৩৬ শতাংশ পেয়েছেন। ৫৬ টি প্রতিষ্ঠানের নামে তিনি নামে বেনামে কাজ করছেন। ফলে তার পক্ষে বাজার নিয়ন্ত্রণ করা সহজ।

চলতি শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যপুস্তক সংকট মোকাবিলায় সরকার নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্য ভেঙে দিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহায়তা চেয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এনসিটিবির পক্ষ থেকেও ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। অভিভাবকরা জানিয়েছেন, পাঠ্য বই নিয়ে এ আশংকা আর নয়। বর্তমান সরকারকেই এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে হবে। চলতি মাসে মাধ্যমিকের দ্বিতীয় স্তরের বই পাবেন কিনা তা নিয়ে আশংকা করছেন অভিভাবকরা।